20-4-51

শ্রীভারতলক্ষ্মীর

গাঁয়ের মেয়ে

পরিচিতি

রূপায়ণে ঃ

দেবী মুখোঃ, অহীন্দ্র চৌধুরী, রতীন বন্দ্যোঃ, ডি, জি, সন্তোষ সিংহ তুলসী লাহিড়ী,
ফণী রায়, কৃষ্ণধন মুখোঃ, অজিত চট্টোঃ, গুরুদাস বন্দ্যোঃ,
বেচু সিংহ, বিভূতি গাঙ্গুলী, নীরেন ভাদুড়ী, রতন,
বিধায়ক ভট্টাচার্য্য

★

পদ্মা দেবী, সন্ধ্যারাণী, রেবা দেবী, রাজলক্ষ্মী (বড়), রাজলক্ষ্মী (ছোট),
বন্দনা দেবী, বেলারাণী, উমা দেবী, অজন্তা কর, মনোরমা (ছোট)

★

কাহিনী ও সংলাপ — বিধায়ক ভট্টাচার্য্য
গীতকার — শৈলেন রায়
সুরশিল্পী — শৈলেশ দত্তগুপ্ত
প্রধান ব্যবস্থাপক — ৺বৈজনাথ লাডিয়া
ব্যবস্থাপক — বুলু লাডিয়া, হেম মল্লিক,
মণিলাল শ্রীবাস্তব
আলোকচিত্র — বীরেন দে
শব্দযন্ত্রী — মান্না লাডিয়া

রসায়নাগারিক — পূর্ণ চট্টোপাধ্যায়
শিল্পনির্দ্দেশ — সত্যেন রায়চৌধুরী
ঈশ্বর প্রসাদ
চিত্র-সম্পাদক — সুধীন্দ্র পাল
স্থিরচিত্র — কৃষ্ণ পাইন
রূপসজ্জা — কালিদাস দাস
ত্রিলোচন পাল

পরিচালনা : গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়

সহকারী ঃ

পরিচালনায় : নির্ম্মল চৌধুরী, রবি বসু, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, অনামী চৌধুরী
সুরে : সত্যদেব চৌধুরী
আলোকচিত্রে : দিব্যেন্দু ঘোষ, রতন দাশ
শব্দে : সুনীল ঘোষ, সৌমেন চ্যাটার্জ্জি
রসায়নাগারে : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, গোপীনাথ ঘোষ,
ধীরেন চট্টোপাধ্যায়
চিত্র-সম্পাদনায়—বিভাস চক্রবর্ত্তী

★

পরিবেশন :

শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স্
৬/৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩
ফোন : ব্যাঙ্ক ৩৮০০

কাহিনী

দেবীপুরের জমিদার বরদা চৌধুরীর মাতৃহীন ছেলে শুভেশ আর ব্রাহ্মণপণ্ডিত জনার্দ্দন চক্রবর্ত্তীর মেয়ে শাশ্বতী আশৈশব বন্ধু। কৈশোর অতিক্রম করে শুভেশ গেল কলকাতায়। নাগরিক জীবনের উদ্দাম বর্ণাঢ্যতায় শুভেশ গা ভাসিয়ে দেয়। দুর্ণামে গাঁয়ের বাতাস ভারী হয়ে আসে। শাশ্বতী শোনে কিন্তু বিশ্বাস করেনা অসুস্থ পিতাকে দেখতে এল শুভেশ, অশান্ত প্রাণে জাগে নগরের আহ্বান। পীড়িত পিতার নিষেধ অমান্য করে শুভেশ ফেরে শহরে। বিদায়ের প্রাক্কালে দেখা করে যায় শাশ্বতী ..

জনার্দ্দন শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। শুভেশের অযশ তাঁর কাণেও পৌঁচেছে। মেয়েকে সতর্ক করে দিয়েই ক্ষান্ত হননা, যতশীঘ্র সম্ভব পাত্রস্থ করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন। ঘটক সম্বন্ধ আনে, পাশের গ্রাম বাহাদুরপুরের পাত্র, দ্বিতীয় পক্ষ কিন্তু জমি জায়গা বাগান পুকুর আছে, খাওয়া পরার কষ্ট পাবেনা শাশ্বতী। জনার্দ্দন ইতঃস্ততঃ করেন, কী একটা দুর্ণাম আছে গাঁয়ে পাত্রটির। শাশ্বতী একবার বলে "কিন্তু বাবা ওঁর প্রথম স্ত্রী নাকি নির্য্যাতনের জ্বালায় আত্মহত্যা করেছেন—" ঘটকের তাড়নায় জনার্দ্দনের দ্বিধা চলে যায়। প্রজাপতির নির্ব্বন্ধ, বিয়ে হয়ে যায়...

কলকাতায় শুভেশ চৌধুরীর সুরু হয়েছে অধীর জীবনযাত্রা। কয়েকটি তরুণ-তরুণীকে ঘিরে গড়ে উঠেছে— কলাতীর্থ। তরুণীদের উজ্জ্বল চোখের আলোয় আর দেহসৌরভে শুভেশের অসতর্ক দিনগুলো মদির হয়ে আসে। রমলা, রেবা, যুথিকারা নেশা ধরায় চোখে। কলাতীর্থ—তরুণীদের লীলালাস্যে

নন্দিত, কবি পলাশের কবিতায় গুঞ্জরিত আর মিসেস পাকৃড়াশীর আধুনিকতার ব্যঙ্গচর্চ্চায় ধ্বনিত। তার ওপর শুভেশের কাছে এসেছেন লেখক পরিচালক হেমদা কান্ত—সানুচর। তাঁর শিল্পী জীবনের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ অবদান এক সবাক চিত্রের প্রযোজক করবেন শুভেশকে। শুভেশও রাজী, কিন্তু প্রয়োজনীয় অর্থ বরদা চৌধুরীর জীবদ্দশায় পাওয়া সম্ভব নয়। হেমদা'র অদৃষ্ট ভালো। তার এলো বরদা চৌধুরীর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে। পিতৃহীন শুভেশ ফিরলো গাঁয়ে। বাহাদুরপুর গ্রামটি ছোট, অধিবাসীরা আরো ছোট, কিন্তু তাদের রসনাবিষের তীব্রতা ছোট নয়। প্রত্যহ লাঞ্ছনা, অপমান আর প্রহার এই তিন সম্বল নিয়ে স্বামীর ঘর করে শাশ্বতী। সহসা গ্রামে সাড়া জাগে—"ওমা ছি ছি। কী কেলেংকারী! দিনদুপুরে ঘাটে দাঁড়িয়ে সায়েবের সঙ্গে কথা বলছে শাশ্বতী" স্বচক্ষে নাকী দেখে এসেছে নন্দা। পথে ঘাটে মাঠে তাসের গাঁজার আড্ডায় বিদ্যুতের মতো কথাটা ছড়িয়ে পড়ে। শাশ্বতী বলে "সেকী, সায়েব হতে যাবে কেন? ওতো আমাদের শুভোদা, আমার সঙ্গে দেখা হতে কথা বলছিল।".....সেদিন রাতে অসহ্য লাঞ্ছনা আর প্রহার-জর্জ্জরিতা শাশ্বতীকে স্বামী তাড়িয়ে দিলো। ভূলুণ্ঠিতার পাশে ননদ শঙ্করী রেখে যায় কলসী—পথযাত্রার নির্দ্দেশ! সে রাতে শাশ্বতী হলো নিরুদ্দিষ্টা। কেউ বলে জলে ডুবেছে। কেউ বলে কুলত্যাগিনী। বৃদ্ধ জনার্দ্দন পাথর হয়ে যান। তাঁর মর্য্যাদায়, অভিমানে একী আঘাত দিল শাশ্বতী? মেয়ের খোঁজে ঘুরে বেড়ান ব্রাহ্মণ। শুভেশের কাছে দাবী করেন, অনুনয় করেন—"ফিরিয়ে দাও আমার মেয়ে শুভেশ।" বারবার শুভেশ বলে জানেনা সে শাশ্বতীর সন্ধান। অভিশাপ দেন জনার্দ্দন।

শাশ্বতী জলে ডুব্‌তে গিয়েছিল, পারেনি। শুভেশ দিয়েছিল বাধা। "আত্মহত্যা মহাপাপ। এই দুর্ব্বিসহ অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে হবে। তোমার মতো শতশত অভাগিনী বাংলার বধূকে অত্যাচারমুক্ত করবার

মহান দায়িত্ব নিতে হবে। শিক্ষার জ্ঞানে প্রোজ্জ্বল সৎ মহান জীবন গড়ে তুল্‌তে হবে।" শুভেশের কথায় অনুপ্রাণিত হয়ে শাশ্বতী এলো কলকাতায়। উঠ্‌লো মিসেস্ পাকৃড়াশীর ভবনে। শুভেশ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ দেয় শাশ্বতীর চাই প্রকৃত শিক্ষা, আদর্শে কঠিন দীক্ষা। ভাগ্য-দেবতার নির্ম্মম পরিহাস আবার সুরু হয়। গুঞ্জন ওঠে শুভেশ শাশ্বতীর সম্পর্ক নিয়ে। যুথিকার মনে নিবিড় তমসা। মন দেওয়া নেওয়ার খেলায় কখন যে কায়মনোবাক্যে শুভেশকে স্বামীত্বে বরণ করেছিল যুথীকা। অতসুর নিষ্করুণখেলায় যুথীর চোখের জল ঝরে অবিশ্রান্ত। শুভেশ দেখায় টাকা - যেন টাকা দিয়ে ভাঙা মন জোড়া লাগে! শুভেশের টাকা তারই মুখে ছুঁড়ে মারে যুথী। আসে রমলা, একদা শুভেশের নর্ম্মসখী—বলে "যুথী বিষ খেয়েছে পাছে তুমি জড়িয়ে পড়ো, তাই তোমার লেখা চিঠিগুলো ফেরৎ দিয়েছে আমার কাছে। কিন্তু কিছু টাকা চাই যে—"। শুভেশ হাসে—ব্ল্যাক্‌মেল? ফেলে দেয় টাকা।.....শাশ্বতীর মনে ঝড় একী হল? এ কোন সর্ব্বনাশের নিশ্চিত পথে আন্‌লো শুভোদা?... দেখা হয় যুথীর সঙ্গে। শাশ্বতী ভাঙে যুথীর ভুল—"ভালোবাসি আমি—কিন্তু সে ভালোবাসা বোনের, প্রিয়ার নয় আমায় একটু সময় দাও যুথিকা ফিরিয়ে আনি শুভোদাকে তোমার কাছে"—যুথিকা আশ্বস্ত হয়ে প্রতীক্ষা করে।...

হেমদাকান্ত মহাব্যস্ত। কিন্তু ছবির হিরোইন কই। কবি পলাশ আন্‌বে হিরোইন- প্রতিদানে পলাশরচিত গানগুলো নেবে হেমদাকান্ত, ছবিতে।..... শাশ্বতীকে পাওয়া যাচ্ছেনা—ক্ষুব্ধ মিসেস্ পাকৃড়াশী জানান শুভেশকে। প্রচণ্ড বিতৃষ্ণায় ক্রোধে মিসেস্ পাকৃড়াশীকে অপমান কোরে, তাঁদের সঙ্গে সব সংস্পর্শ ছেদ করে দিল শুভেশ। ...যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছে হেমদাকান্ত—এম্‌নি উল্লাস। পাঁচহাজারে চল্‌বে না, স্যার যে হিরোইন পেয়েছি। দশহাজার টাকার চেক নিয়ে উঠে পড়ে হেমদা। হিরোইনের ছবিখানা? ওখানা থাক্ শুভেশের কাছেই। হিরোইনের ছবির দিকে চেয়ে চেয়ে চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে শুভেশের ...

বাহাদুরপুরে বিষম চাঞ্চল্য, কালে কালে হল কী। কাগজে যে রূপসী নটির ছবি বেরিয়েছে, সেটি শরতের বউ! "কপাল ফিরেছে ভায়া, অনেক টাকা কামাচ্ছে

তোমার বউ—"লোভীগুলোর চোখ অন্ধকারে হায়েনার চোখের মতো চক্‌চক্ করে ওঠে। মোক্ষদা ও শঙ্করীকে নিয়ে শরৎ রওনা হয় কল্‌কাতার পথে। শাশ্বতীর সম্পদের মালিক তো শরৎই।..... দেবীপুরে জনার্দ্দনের কাণে পৌঁছায় সংবাদ—বুকে জ্বলে দাবানল। সংসার ছেড়ে যাবার আগে একবার তাকে দেখ্‌বেন বৃদ্ধ—প্রশ্ন করবেন তাকে, কোন অপরাধে সমস্ত পিতৃপুরুষের মুখ এমন ভাবে পুড়িয়ে দিলো শাশ্বতী। ক্ষিপ্তপ্রায় ব্রাহ্মণ যাত্রা করেন কল্‌কাতার পথে। ...

প্রযোজক শুভেশ চৌধুরী প্রথম এসেছেন ষ্টুডিওতে। সানুচর হেমদাকান্ত তটস্থ। ডাক পড়ে হিরোইনের। ঘরে ঢুকেই হিরোইন স্তব্ধ হয়ে যায়—"তুমি?" প্রযোজক বলে "হ্যাঁ আমি।" ধৈর্য্যের বাঁধ ভাঙে শাশ্বতীর, মনের আগুন লাভাস্রোতের মতো পুড়িয়ে দেয় সকল ক্লেদ গ্লানি? তবু বলে "যুথিকার এমন সর্ব্বনাশ কর্‌তে পাবেনা তুমি। এর বিহিত একটা কর্‌তেই হবে তোমাকে—"। দৃপ্ত নারীত্বের দাবী অহঙ্কৃত পুরুষ রাখ্‌তে পারে না! প্রতীক্ষমানা যুথিকা! স্বাধিকার প্রমত্ত স্বামী! মনোস্তাপক্লিষ্ট পিতা! শাশ্বত পথের সন্ধান কী পেলোনা শাশ্বতী? পথের নির্দ্দেশ থাক পর্দ্দায় প্রতিবিম্বিত হয়ে।

সঙ্গীতাংশ

(১)

রাখাল—
মোহনীয়া বেণু বাজাও
হল পুবের আকাশ অরুণ রাঙা
সে সুরে বাঁশরী রাঙাও।
না শুনিয়া মোহন বেণু
গোঠে যে চলেনা ধেনু, কোন রাধার আঁখি হল
পথের বাধা
জানাও নিলাজ জানাও।
তমালবনের চিকন পাতায়, রাতের শিশির
শুকাল হায়
এই চম্পাফুলের ডালে, দোয়েল শ্যামা শুক
চন্দনা বন্দনা গায়
রাধাকৃষ্ণের বন্দনা গায়।
আর কলসী ভাসায়ে জলে, যত গাঁয়ের মেয়ে
কেঁদে বলে
আহা নদীর জল বাড়ে আঁখির জলে
কাঁদাও কেন গো কাঁদাও॥

(২)

আমারে চিনিবে না—আমি অকারণে উন্মন
আমি চলিতে চলিতে ধুলাতে লুটাই, উদাসীর
ভাঙা মন।
আমি পিয়ালবনের বাঁশী, আমি তারকার মৃদু হাসি
আমি ফাল্গুনদিনের চম্পাবনের উচ্ছল
যৌবন। (আমি)
আমারে চিনিবে না—আমি পাপিয়ার পিয়া পিয়া
কমলবনের মধু টলমল—আমি যে কমল হিয়া
আমি শুধু গান, শুধু সুর, আমি বনফুল সুমধুর
আমি নূপুরের মধু, রুনু ঝুনু রুনু, ঝন ঝন কঙ্কন
আমি অকারণে উন্মন॥

(৩)

আমার মনের মাঝে শুনি তোমার বাঁশী
বল কে গো তুমি—ওগো কে উদাসী
আমার আশার মুকুল যাও রাঙিয়ে
জানি দখিন হাওয়ার পরশ দিয়ে
তুমি পুলকব্যথায় যাও দুলিয়ে।
ওগো আমার যত কান্নাহাসি।
ওগো ও অধরা—জানি জানি তুমি দাওনি ধরা
তবু তোমার লাগি আমি বাঁধনপরা
তুমি দাও যে মোরে এ কোন দোলা, আমি
তোমার লাগি আপনভোলা
আমি সইতে নারি, বইতে নারি, শুধু স্বপন—
খেয়ায় যাই যে ভাসি
বল কে গো তুমি ওগো কে উদাসী॥

(৪)

জানি এ মিলন ক্ষণিকের, বসন্তে হবে লীন
বাঁধো বাঁধো ওগো বাঁধো তব, নতুনের সুরে বীণ।
ক্ষণিকের বসন্তে হবে লীন।
ওগো বিরহের মেঘছায়, জানি মধুচাঁদ
ডুবে যায়—(যায় যায়)
চাঁদের বিরহে ঝরিবে কুমুদী
জ্যোছনা—ওগো জ্যোছনা হইলে ক্ষীণ।
ক্ষণিকের বসন্তে হবে লীন।
ভাঙিবে বাসর খেলা,
জানিগো উদাসী বায়ু
সহসা নিভাবে বাতায়নে মোর, ভীরু
প্রদীপের আয়ু।
ওগো প্রেম যদি হবে শেষ
যেন থামেনা থামেনা বাঁশীর রেশ—

শেষের মিলন ক্ষণবসন্তে
আজিকে (ওগো আজিকে) হোক রঙীন।
ক্ষণিকের বসন্তে হবে লীন।
বাঁধো বাঁধো ওগো বাঁধো তব নতুনের সুরে বীন।
(ক্ষণিকের)

(৫)

জীবনের নদী মরুপথে নিজেরে হারাতে চায়
বেদনা আমার সহিতে পারিনা হায়॥
আশাপাখী মোর ভুলে গেছে গান
অভিমানে তবু কাঁদে
কাঁদে ভীরুপ্রাণ—
ঝরা ফুল হায় শাখার বাঁধন
ফিরিয়া কভু না পায় —(বেদনা)॥

(৬)

মানবের রূপে যুগে যুগে—তুমি খুঁজে
ফেরো নারায়ণ
তোমার নিখিলে কে কোথা কাঁদিছে
দুর্গত অভাজন।
পরশ রতন দুই হাতে তুলি
ভরে দাও তুমি কাঙালের ঝুলি
দুখের পূজায় তুমি যে মিলাও, চির সাধনার ধন॥
রামরূপে তুমি এসেছিলে বলে
জানি জানি ভগবান
তোমার পরশে পাষাণ প্রতিমা
অহল্যা পেল প্রাণ।
দুখের মাঝারে তোমার পরশ
দিয়ে যায় প্রাণে অমৃত হরষ
তোমার সৃজন তুমি দেখো প্রভু
মোরা কাঁদি অকারণ॥

(৭)

মাটি নিয়ে বসে পড়—উঠবে বল কার কথায়
ওঠার মত উঠে চল—বসবে চল যার যেথায়

শ্রীভারতলক্ষ্মী ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটরস-এর পক্ষ থেকে সম্পাদনা করেছেন শ্রীপরিমলকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং ইম্পিরিয়াল আর্ট কটেজ, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত হয়েছে।